সুপ্রীম কোর্টের ফুল বেঞ্চে সম্বর্ধনা সভায় আপীল বিভাগের বিচারপতি মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকীর বক্তব্য।

১১ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি, জনাব হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী, আপীল বিভাগের মাননীয় বিচারপতি বৃন্দ। বাংলাদেশের বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল, সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্মানিত সভাপতি ও সম্পাদক, বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের নির্বাচিত প্রতিনিধি বৃন্দ, উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী বৃন্দ, সম্মানিত সাংবাদিক বৃন্দ ও সমাগত সুধী মন্ডলী আচ্ছালামু আলাইকুম।

বক্তব্যের শুরুতেই আমি মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি লাখো কোটি শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং ন্যায় বিচারক। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের এই আসনে উপবেশন করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তিনিই সকল প্রশংসার একমাত্র অধিকারী। রাষ্ট্র আমাকে এই গুরুত্বপূর্ন দায়ীত্ব অর্পন করায় আমি মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতি কর্তৃক আয়োজিত এই সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল ও সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্মানিত সভাপতি আমার জীবন বৃত্তান্ত ও অভিনন্দন জানিয়ে প্রসংশিত বক্তব্য রাখার জন্য আমি তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি,

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের ৫০ বৎসর পূর্তিতে গত বছর আমরা মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, মহাবিজয়ের মহানায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করেছি। এবছর ক'দিন আগেই আমরা পালন করেছি আমাদের সংবিধানের সুবর্ণ জয়ন্তী এবং এ মাসেই পালন করতে যাচ্ছি ৫০ বৎসর পূর্তিতে সুপ্রীম কোর্টের সুবর্ণ জয়ন্তী। জাতীয় জীবনের এই মহেন্দ্রক্ষণে অনুষ্ঠিত আজকের সম্বর্ধনা সভায় আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বাংলাদেশের মহান স্থপতি, বাঙালী জাতীয়তাবাদের অবিসংবাদিত নেতা, মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সহ ধর্মীনি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে। একই সাথে স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালো রাতে পাকিস্তানী মদদপুষ্ট মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অপশক্তির ষড়যন্ত্রে ঘাতকের বুলেটের আঘাতে নির্মমভাবে নিহত সকল শহীদের প্রতি। আমি স্মরণ করছি ৩রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অভ্যন্তরে ঘাতকদের বুলেটের আঘাতে নিহত জাতীয় ৪ নেতাকে। তাঁদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও সম্মান। আমি তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন, ৬৪ এর স্বাধীকার আন্দোলন, ৬৬ এর ছয়দফা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০ এর জাতীয় নির্বাচনসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জীবন উৎসর্গকারীদের প্রতি। আরো স্মরণ করছি এসকল আত্মত্যাগের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বৈরশাসক পাকিস্তানী উপনিবেশ বাদের দখল থেকে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে সাড়া দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গকৃত ৩০ লক্ষ শহীদ ও সম্ভ্রম হারানো ২ লক্ষ মা-বোনকে, যাঁদের আত্মত্যাগ ও সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জন করেছি আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। সকল শহীদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা, সালাম ও অভিবাদন।

আজকের সম্বর্ধনা সভায় আমি শ্রদ্ধাবনোচিত্তে স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতাকে। মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, রাজনিতিক ও সমাজ সেবক, যিনি মুক্তিযুদ্ধে পাক বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়ে দেশের জন্য রক্ত দিয়েছেন, আমার মরহুম পিতা ডাঃ কাওসার উদ্দিন আহমেদ ও দানশীল বিদূষী মাতা মজিদা খাতুনকে। জীবিত থাকলে তাঁরা আজকে বেশী খুশি হতেন। কারণ তাঁদের আদর্শে গড়ে উঠা কনিষ্ঠ পুত্র স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারকের আসনে আসীন হয়েছে। এই মুহূর্তে আমি হৃদয়ের গভীর অনুভূতি দিয়ে আমার পিতা-মাতাকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করছি। মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁদের জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন।

আমি স্মরন করছি পেশা জীবনে আমার সিনিয়র, মুক্তিযুদ্ধের শীর্ষ সংগঠক, মুজিবনগর সরকারের সফল রুপকার, বাংলাদেশের 'ঘোষনা পত্রের' রচয়িতা, সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রভাবশালী সদস্য, বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রী সভার সদস্য, দেশের প্রথিতযসা জেষ্ঠ্য আইনজীবী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ব্যারিস্টার এম আমীর-উল-ইসলাম কে। শ্রদ্ধা, সম্মান ও তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করছি। আরো স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের, যাঁরা আমাকে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দানের মাধ্যমে মানুষ করেছেন, আমি তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করছি।

এই মহেন্দ্রক্ষনে বিশেষ ভাবে স্মরণ করছি আমার জীবন সঙ্গীনি, সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সদস্য ড. নার্গিস আফরোজকে, যাঁর দুরদর্শীতা, বিচক্ষণতা, নির্মোহ ত্যাগ ও অনুপ্রেরণা আমার জীবন চলার পথকে প্রাণবন্ত ও প্রসস্থ্য করেছে। নির্লোভ, নিরঅহংকারী, বিদুষী, ধর্মপরায়ন, সৎ এবং আদর্শবান জীবন সঙ্গী হিসাবে ব্যক্তি ও কর্মজীবনে আমি একজন মানুষ হিসাবে পূর্ণতা পেয়েছি। সুপ্রীম কোর্টের বিচারকের আসনে উপবিষ্ট থাকার কারণে সুপ্রীম কোর্ট বারের নিয়মিত সদস্য হওয়া সত্বেও তিনি ত্যাগ স্বীকার করে আইন পেশা থেকে স্বেচ্ছায় কর্ম বিরতি পালন করছেন। এই অসামান্য ত্যাগের জন্য আমি কৃতজ্ঞ এবং তাকে বিশেষ ভাবে সম্মান প্রদর্শন করছি।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি ও সুধী মন্ডলী,

আমি দ্বিধাহীন ভাবে সত্য কথা স্পষ্ট ভাবে বলতে চাই। আমার জন্ম একটি রাজনৈতিক পরিবারে। পিতা, মাতা, ভাই ও নিকট আত্নীয় সকলেই একই আদর্শ নিয়ে নিজ নিজ জায়গা থেকে বঙ্গবন্ধুর আহব্বানে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। জাতির পিতার রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে ছাত্র রাজনীতি থেকে মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয় রাজনীতিতে বিভিন্ন স্তরে নির্বাহী পদে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছি। নিজের জন্য নয়, দেশের মানুষের জন্যে নিঃস্বার্থ ভাবে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছি। একারণেই বেছে নিয়েছিলাম আইন পেশা। পিতা-মাতার স্বপ্ন ছিল একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান মানুষ হিসাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমাজ বিনির্মানে জীবনকে উৎসর্গ করা। কতটুকু সফল হয়েছি সে মূল্যায়ন নিজে করিনি কখনো। তবে যে কোন কাজের প্রতি নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও সততা পূর্বাপর একই ধারায় অটুট রাখার চেষ্টা সার্বক্ষনিক অব্যাহত রেখেছি। মূল স্রোতধারার আদর্শিক জায়গা থেকে সরে যাইনি কখনো। কথা ও কাজে দু'রকম হয়েছে, চরম প্রতিপক্ষও এরুপ অভিযোগ তোলেনি আজ পর্যন্ত। তবে লক্ষ্যচ্যূত হয়েছি, একথা অস্বীকার করিনা। রাজপথ ছেড়ে আসীন হয়েছি উচ্চ আদালতের বিচারকের আসনে। বিচারক হিসাবে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা রাখতে পেরেছি কিনা সে বিচারের ভারতো আপনাদের ও বিচারপ্রার্থী জনগনের কাছে।

সত্য কথা স্পষ্ট করে বলা আমার সহজাত প্রবৃত্তি, যা আমার জীবন চলার পথে প্রায়সই প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। আত্মবিশ্বাসের শক্তিতে সকল প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে উর্ত্তীণ হওয়া আমার জীবনের এক অনন্য বৈশিষ্ট। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মুক্তিযুদ্ধ, মহান স্বাধীনতা ও সংবিধান সহ এই রাষ্ট্রের যা কিছু অর্জন তার পিছনে দৃশ্যমান ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সুদৃঢ় ও আদর্শিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব। বর্তমান ও ভবিষ্যতে যা হয়েছে বা হবে তা বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতৃত্বেই সম্ভব। রাষ্ট্রের সকল স্তরে নেতৃত্বের জায়গাটি আদর্শিক ও নৈতিক ভাবে সঠিক ও সুদৃঢ় হলে রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানই সুনির্দৃষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে পারে। অনুরাগ ও বিরাগের উর্দ্ধে উঠে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং গণতান্ত্রিক ধারায় সততা ও নিষ্ঠার সাথে দেশের আর্থ সামাজিক ও মানব সম্পদের উন্নয়ন, রাষ্ট্রের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান সহ অবকাঠমোগত উন্নয়ন, জাতিগত ভাবে আমাদের জন্মের ইতিহাস, 'জাতির পিতা ও বাংলাদেশে' এ সকল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে স্থায়ীত্ব করন অপরিহার্য্য। পরিবার থেকে রাষ্ট্রের ৩ টি অংশেই সাহসী, বিচক্ষণ, দুরদৃষ্টি সম্পন্ন, নির্লোভ, ত্যাগী, আদর্শিক, সৎ নেতৃত্ব আজ ভীষণ প্রয়োজন। একটি জনকল্যানকর সুখী সমৃদ্ধশালী গণতান্ত্রিক উন্নত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রুপকে স্থায়ীত্ব করতে স্বাধীন স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই।

আমি মনে করি আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিচারকগনের সাথে বিজ্ঞ আইনজীবী গনের এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। সমৃদ্ধ আইনজীবী সমিতি ও অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতিরেকে ন্যায় বিচার ও সমৃদ্ধ রায় প্রদান দুর্বধ্য বিষয়। অন্যদিকে আত্মকেন্দ্রিকতা ও ব্যক্তি স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে বিচারক ও আইনজীবীদের সততা ও নিষ্ঠার সাথে বিচার প্রার্থী অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার বিকল্প নেই। অন্যথায় সব কিছুই ফাঁকা আওয়াজে পরিনত হবে।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি,

১১' মাস পূর্বে আপনার সম্বর্ধনা সভায় আপনি যে বার্তা জাতিকে দিয়েছেন, সততা, ন্যায় পরায়নতা, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সাথে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। এই বার্তার সাথে আমি সম্পূর্নভাবে একমত পোষণ করে বলতে চাই আমার অতীত যাই হোক না কেন? প্রথমে আমি একজন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মানুষ এবং এ দেশের সুনাগরিক, সর্বপরি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের একজন বিচারক হিসাবে নিজের দায়ীত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আমি সম্পূর্নভাবে সচেতন। আজকের এই সম্বর্ধনা সভায় আপনার মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে জানাতে চাই নিরপেক্ষ ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার জন্য আপনি যে শপথ বাক্য পড়িয়েছেন তা আমি বিচারিক জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত সার্বক্ষনিক স্মরণ রেখে নিরপেক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে বাকি দিন গুলি অতিতের মত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্ন পূরনে বিচারপ্রার্থী মানুষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করলাম। আমি দেশ বাসীর কাছে দোয়া প্রার্থনা করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আস্সালামু আলাইকুম।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।